ইত্তেফাক

তারিখ 27/8/79
পৃষ্ঠা 5 কলাম 4

098

অনন্য মেধার ছাত্রী দিলরুবা সুলতানা

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আটান্ন বছরের জীবনে এক অনন্য মেধার ছাত্রী দিলরুবা সুলতানা মলি (২৩)। মলি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী, যিনি রাজা কালি-নারায়ণ বৃত্তিলাভ করিয়াছেন। ১৯৭৬ সালের পদার্থ বিদ্যা

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

দিলরুবা সুলতানা

(৩য় পৃঃ পর)

বিভাগের বি, এস-সি (সম্মান) পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সাবসিডি-য়ারী ও সম্মান মিলাইয়া সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় তিনি পাইয়াছেন এই বৃত্তি। তিনি এই ফলাফলের জন্য ১৯৭৮-৭৯ শিক্ষাবর্ষে বেগম সালেকুন্নেসা বৃত্তি ও স্বর্ণপদক, অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান ফাউণ্ডেশন বৃত্তি এবং সরকারী মেধা বৃত্তি লাভ করিয়াছেন।

ধানমণ্ডি সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী মলি মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার বিজ্ঞান শাখার শতকরা ৮১ ভাগ নম্বর পাইয়া ছাত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। হলিক্রস কলেজ হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় তিনি পাশ শতকরা ৭৬ দশমিক ২ ভাগ নম্বর। ১৯৭৬ সালের বিএসসি (সম্মান) পরীক্ষায় মলি সর্বমোট ৪ হাজার নম্বরের মধ্যে পাইয়াছেন ৩ হাজার ২ শত ১২ (৮০ দশমিক ৩%) এবং সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় সর্বমোট ৬ শত নম্বরের মধ্যে মলি পাইয়াছেন ৩ শত ৯৭ (৬৬ দশমিক ১৭%) সম্মান ও সাবসিডিয়ারী উভয় পরীক্ষার নম্বর মিলাইয়া তাঁহার প্রাপ্ত নম্বরের হার শতকরা ৭৪ দশমিক ৯১ ভাগ।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর জ্যেষ্ঠা কন্যা তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় এম, এস-সি পরীক্ষা দিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার ব্যাপারে তিনি আশাবাদী। ২৫শে আগষ্ট তিনি রওয়ানা হইতেছেন যুক্ত-রাষ্ট্রের ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে। তিনি সেখানে বৃত্তিসহ এসিষ্টান্টশীপ পাইয়াছেন, পি-এইচডি করিবেন।

শান্ত, সৌম্য ও বিনয়ী মলির জীবনের মূল লক্ষ্য শিক্ষকতা ও গবেষণা। তাঁহার মতে আমাদের দেশে মহিলাদের জন্য এখনও সর্বোত্তম পেশা শিক্ষকতা।